গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
www.moa.gov.bd

কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০১৯ (এআইপি নীতিমালা ২০১৯)

যেহেতু কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, কৃষিপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে; এবং

যেহেতু, সরকার কৃষি খাত (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন উপখাত) সহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষিবিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠক বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্য হতে সরকার প্রতি বৎসর কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা (Policy) প্রণয়ন করল,

০১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' (Agricultural Important Person) অর্থ কৃষি (Agriculture) মৎস্য (Fisheries) প্রাণিসম্পদ (Livestock) ও বন (Forest) উপখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই নীতিমালার আওতায় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই নীতিমালা 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা, ২০১৯' (Agricultural Important Person Policy-2019) নামে অভিহিত হবে। সংক্ষেপে এই নীতিমালা 'এআইপি নীতিমালা-২০১৯' নামে পরিচিত হবে।

০২. **এআইপি-এর বিভাগ ও সংখ্যা:**

এআইপি এর সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪৫টি (পঁয়তাল্লিশ) হবে যা নিম্নলিখিত ৫টি বিভাগে বিভক্ত হবে।

২.১. বিভাগ 'ক' - কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)–সর্বোচ্চ ১০ জন
(ফসল উপখাত থেকে ৫ জন, মৎস্য উপখাত থেকে ২ জন, প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে ২ জন এবং বন উপখাত থেকে ১ জন)

২.২.বিভাগ 'খ' -কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প – সর্বোচ্চ ১৫ জন
(একটি প্রশাসনিক বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ ২ জন)

২.৩. বিভাগ 'গ' -রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন –সর্বোচ্চ ১০ জন

২.৪. বিভাগ 'ঘ' -স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি সংগঠন-সর্বোচ্চ ০৫ জন

২.৫. বিভাগ 'ঙ' -বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত -সর্বোচ্চ ৫ জন

০৩. এআইপি নির্বাচনের বিভাগভিত্তিক শর্তাবলী

৩.১. বিভাগ'ক' -কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি):

(ক) আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত কৃষি পণ্যসমূহের নতুন জাত ও প্রযুক্তি/যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে:

- সকল ধরনের দানাদার শস্য (যেমন-ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল বীজ ইত্যাদি)
- শাক সবজি
- ফলমূল
- ফুল
- কন্দাল ফসল, মসলা, তুলা, আখ ও পাট
- মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন উপখাতভুক্ত কৃষি সংশ্লিষ্ট নতুন জাত ও প্রযুক্তি/যন্ত্রপাতি

(খ) উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের প্রমাণক থাকতে হবে; এবং

(গ) জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃষিতে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এমন গবেষক/বিজ্ঞানী/শিক্ষাবিদ।

৩.২. বিভাগ 'খ' -কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প:

(ক) আবেদকারীকে মোট ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ/সংখ্যা, আবাদকৃত জমির পরিমাণ, খামারের আয়তন, ফলন, উৎপাদন খরচ, বিনিয়োগ ও লাভের তথ্য প্রদান করতে হবে;

(খ) খামার স্থাপনে খামারে জমির পরিমাণ, নিয়োজিত লোকবল, ব্যবহৃত খামার যন্ত্রপাতির তালিকা, বার্ষিক লাভ, ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি তথ্য জমা দিতে হবে; এবং

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্জনের যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

৩.৩. বিভাগ 'গ'-রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্য উৎপাদন

(ক) শুধুমাত্র রপ্তানিমুখি কৃষি পণ্য (ফসল/ মৎস্য /প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকরা আবেদন করতে পারবেন;

(খ) একটি পঞ্জিকা বৎসরের জন্য এআইপি নির্বাচনকালে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের রপ্তানিমুখি কৃষি পণ্য (ফসল/ মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনা করা হবে;

(গ) প্রতিবছর এআইপি নির্বাচনকালে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা এবং আবেদনকারীদের অর্জিত আয়ের ভিত্তিতে পণ্যওয়ারী বিভাজন কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুযায়ী কম বা বেশি করতে পারবে;

(ঘ) মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন পণ্য/খাত সংযোজন করতে পারবে এবং যে কোন পণ্য/খাত বিলুপ্ত করতে পারবে; এবং

(ঙ) আবেদনকারীর রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের (ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) বাজার মূল্য নূন্যতম ০.১৫ (দশমিক এক পাঁচ) মি: মার্কিন ডলার হতে হবে।

৩.৪. বিভাগ'ঘ'-স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি (ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) সংগঠন।

(ক) কৃষি পেশাজীবী সংগঠক (সরকারি কর্মচারি ব্যতীত), কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠক, কৃষি সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে।

৩.৫. বিভাগ 'ঙ'-বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

যে বছরের জন্য এআইপি এর আবেদন আহবান করা হবে তার পূববর্তী বছরে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শুধুমাত্র কৃষকগণ এ বিভাগের আওতায় এআইপি হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

০৪. এআইপি নির্বাচনের সাধারণ শর্তাবলি।

৪.১. এআইপি আবেদনপত্রে আবেদনকারীকে তাঁর পিতামাতার পূর্ণ নাম এবং NID নম্বর উল্লেখ করতে হবে;

৪.২. এআইপি হিসাবে আবেদনকারী ভুল/মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে এবং তা প্রমাণিত হলে ঐ আবেদনকারী পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর এআইপি নির্বাচনের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। এছাড়াও এআইপি হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর এআইপি হিসেবে মনোনয়ন পাবেন না;

৪.৩. আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত অথবা অন্য কোনো কারণে অবাঞ্ছিত বিবেচিত ব্যক্তি এআইপি হওয়ার যোগ্য হবেন না। তবে সাজা ভোগ করার ০৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন;

৪.৪. আবেদনকারী ঋণ খেলাপী থাকলে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন না; এবং

৪.৫. Alien ও Invasive প্রজাতির প্রচলন ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনকারী এআইপি হিসেবে মনোনয়ন পাবেন না।

০৫. মনোনয়ন দাখিল ও এআইপি নির্বাচন কমিটি। কৃষি মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ০৪ (চার)টি কমিটির মাধ্যমে এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে;

(ক) মনোনয়ন দাখিল:

(১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতি বছর এআইপি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন আহবান করে প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

(২) নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মনোনয়নসমূহ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ভবন নং-৪, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রাপ্ত মনোনয়ন বিবেচনা করা হবে না;

(৩) একই ব্যক্তি একই বছর শুধুমাত্র একটি বিভাগ হতে এআইপি নির্বাচনের জন্য আবেদন করতে পারবেন; এবং

(৪) আবেদনকারীকে উপজেলা কমিটির নিকট আবেদন পেশ করতে হবে। উপজেলা কমিটি যাচাই/বাছাই করে ৫টি ক্ষেত্র/বিভাগের প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন করে মোট ১০ জনের নাম কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। জেলা কমিটি প্রাপ্ত মনোনয়নসমূহ যাচাই/বাছাই করে ৫টি

ক্ষেত্র/বিভাগের প্রতিটির জন্য সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন করে মোট ১০ জনের নাম কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(খ) **উপজেলা কমিটি:**

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২. উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৩. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৪. উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৫. বিভাগীয় বন সংরক্ষকের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬. উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মনোনীত একজন ইউ,পি চেয়ারম্যান	সদস্য
৭. উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য-সচিব

(গ) **জেলা কমিটি:**

১. চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ (৩টি পার্বত্য জেলার জন্য)/জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২. উপপরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
৩. বিভাগীয় বন সংরক্ষক/মনোনিত প্রতিনিধি	সদস্য
৪. জেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৫. জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৬. জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৭. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

(ঘ) **প্রাথমিক বাছাই কমিটি:**

১.	যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ/প্রশাসন/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	বাংলদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	কৃষি তথ্য সার্ভিসের একজন প্রতিনিধি	সদস্য

১০. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব
(সম্প্রসারণ/প্রশাসন/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয় — সদস্য-সচিব

(ঙ) চূড়ান্ত বাছাই কমিটি:

১.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রতিনিধি (সদস্য পদমর্যাদার)	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	সদস্য
৫.	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার)	সদস্য
৬.	সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক এর নিম্নে নয়)	সদস্য
৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৯.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
১১.	কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১২.	যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ/প্রশাসন/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

০৬. **Score-based পূর্ণাংগ Criteria অনুসরণ:** কমিটিসমূহ প্রতিটি ধাপে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত Score-based পূর্ণাংগ Criteria অনুসরণ করত এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

০৭. **এআইপি নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়:**

৭.১. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গঠিত চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে এআইপি নির্বাচন করা হবে;

৭.২. এআইপিদের তালিকা প্রস্তুত করে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/এনবিআর হতে ছাড়পত্র/মতামত গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে ত্রিশ দিনের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই বলে বিবেচিত হবে;

৭.৩. একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হলে স্বত্বাধিকারী, যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান/চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার/পরিচালক/মনোনীত পরিচালক এআইপিএর জন্য আবেদন করতে পারবেন;

৭.৪. কোনো ব্যক্তি একই বছর সিআইপি মর্যাদাভুক্ত হলে তিনি ঐ বছর এআইপি-এর জন্য বিবেচিত হবেন না;

৭.৫. এআইপি নির্বাচনের যাবতীয় কার্যক্রম প্রতিবছর অক্টোবর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে;

৭.৬. এআইপি- এর জন্য প্রচলিত আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং নতুন কলাম সংযোজন করা যাবে;

৭.৭ নির্ধারিত সময়ের পর এআইপি মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না; এবং

৭.৮. চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুপারিশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর এআইপি কার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হবে।

০৮. এআইপি নির্বাচন ক্যালেন্ডার: নিম্নলিখিত "ক্যালেন্ডার" মোতাবেক এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	সময়সূচি
৮.১	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং দরখাস্ত আহবান ও গ্রহণ।	১৫ মার্চ হতে ১৪ এপ্রিল
৮.২	উপজেলা কমিটির কার্যক্রম	১৫ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল
৮.৩	জেলা কমিটির কার্যক্রম	১ মে হতে ১৫ মে
৮.৪	প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্যক্রম	১৬ মে হতে ১৫ জুন
৮.৫	চূড়ান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ এবং এআইপি এর তালিকা ছাড়পত্র/ মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ ও মতামত গ্রহণ।	১৬ জুন হতে ৩১ জুলাই
৮.৬	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এআইপি নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।	১ আগস্ট হতে ৩১ আগস্ট
৮.৭	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রম ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ।	০১ সেপ্টেম্বর হতে ৩০ সেপ্টেম্বর
৮.৮	এআইপি কার্ড বিতরণ	১ অক্টোবর হতে ৩০ অক্টোবর

০৯. **প্রজ্ঞাপন জারি।** নির্বাচিত এআইপি-গণের তালিকা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

১০. **এআইপি-র প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা।** এআইপি-গণ নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন:

১০.১. এআইপি কার্ড এর সাথে মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রশংসাপত্র;

১০.২. একজন এআইপিকে প্রদত্ত সুবিধাদি তার মেয়াদকাল পর্যন্ত বহাল থাকবে (প্রদানের তারিখ হতে ০১ বৎসর);

১০.৩. এআইপি-গণ বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য প্রবেশ পাস পাবেন;

১০.৪ বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান ও সিটি/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ পাবেন;

১০.৫ বিমান, রেল, সড়ক ও জলপথে ভ্রমণকালীন সরকার পরিচালিত গণপরিবহনে আসন সংরক্ষণ অগ্রাধিকার পাবেন;

১০.৬ একজন এআইপি'র ব্যবসা/দাপ্তরিক কাজে বিদেশে ভ্রমণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিসা প্রাপ্তির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে উদ্দেশ্য করে Letter of Introduction ইস্যু করবে;

১০.৭ একজন এআইপি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের কেবিন সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন; এবং

১০.৮ বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ-২ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন।

.

১১. এআইপি এর মেয়াদ।

১১.১. এআইপি এর মেয়াদ ০১ (এক) বৎসর। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবলুপ্ত মর্মে ঘোষিত হবে; এবং

১১.২. এআইপি কার্ডের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে এআইপি কার্ডটি কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১২। এআইপি সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার।

১২.১. সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোনো ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ১০ এর অধীন প্রদত্ত এআইপি এর সুযোগ সুবিধা মেয়াদকালীন যে কোনো সময় জনস্বার্থে প্রত্যাহার করতে পারবে।

১২.২. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এআইপি নির্বাচিত হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে যদি সেই প্রতিষ্ঠানের তথ্যগত ত্রুটি, অসত্য তথ্য, আর্থিক বিষয়াদির অডিট কার্যক্রমে বা দুর্নীতি তদন্তে অথবা আদালতের রায়ে এআইপি নির্বাচনের সংগে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে আপত্তি বা দুর্নীতি বা অপরাধ প্রমাণিত হইলে উক্ত নির্বাচিত এআইপি এর অনুকূলে প্রদত্ত এআইপি কার্ড বা সম্মাননা বাতিল মর্মে গণ্য হবে এবং সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তা প্রকাশ করবে।

১৩। এ নীতিমালার কোন পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, ব্যাখ্যা ইত্যাদির এখতিয়ার কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।